সমকাল

12 APR 2015

আটকে আছে ২৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ

■ সাব্বির নেওয়াজ

বিধিমালার অভাবে আটকে আছে সাতটি স্কুল ও ১৯টি কলেজের জাতীয়করণ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নামের স্কুল-কলেজও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আলোচিত বিধিমালার নাম 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ বিধিমালা-২০১৪'।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কর্মকর্তারা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বিধিমালা তৈরির কাজ করছেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা মনে করেন, মাউশি কর্মকর্তাদের গড়িমসির জন্যই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ হচ্ছে না। তবে সমকালের সঙ্গে আলাপকালে মাউশি মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, এ বিধিমালা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। শিগগির যে কোনো সময় বিধিমালা চূড়ান্ত হবে। আর আলোচিত ২৬টি প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় আপত্তি জানিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ কলেজ, কিশোরগঞ্জ; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কলেজ, গাজীপুর; বঙ্গবন্ধু কলেজ, পল্লবী, ঢাকা; শেখ মুজিব কলেজ সখীপুর, টাঙ্গাইল; শেখ হাসিনা একাডেমী অ্যান্ড উইমেন্স কলেজ, মাদারীপুর;

বিধিমালা তৈরিতে গড়িমসি

বেতাগী ডিগ্রি কলেজ, বেতাগী, বরগুনা; রাজৈর ডিগ্রি কলেজ, রাজৈর, মাদারীপুর; কাজী মাহবুব উল্লাহ কলেজ, ফরিদপুর; মুকসুদপুর কলেজ, গোপালগঞ্জ; পাংশা কলেজ, পাংশা, রাজবাড়ী; শহীদ এএইচএম কামরুজ্জামান ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী সদর; আলফাডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজ, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর; শহীদ এম মনসুর আলী ডিগ্রি কলেজ, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া; বিলচলন শহীদ শামসুজ্জোহা কলেজ, গুরুদাসপুর, নাটোর; আমতলী ডিগ্রি কলেজ, আমতলী, বরগুনা; বাউফল ডিগ্রি কলেজ, বাউফল, পটুয়াখালী; বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ, কক্সবাজার; কয়রা মহিলা কলেজ, কয়রা, খুলনা এবং সুসং মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

সাতটি স্কুল হলো– ঢাকা বধির হাইস্কুল, পল্টন, ঢাকা; গুলশান কালাচাঁদপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা; উখিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার; ফরিদপুর, জেলার সদরপুর উপজেলার বেগম কাজী জেবুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ; দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা এবং খুলনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক বছর আগেই স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পদ ও ভূমির মালিকানা সরকারের কাছে দানপত্র দলিল করে দিয়েছে। অথচ চূড়ান্তভাবে সরকারিকরণ না হওয়ায় স্কুল-কলেজগুলোতে প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। সরকারের কাছে দানপত্র দলিল করে দেওয়ার পর থেকে কলেজের নিয়োগ-পদোন্নতি সবই বন্ধ আছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩